২৩/৮/২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....
পৃঃ ২ কলাম ৩......

৫ লক্ষাধিক টাকা লুটপাট

গত ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা যাচাই করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিয়ন ও ড্রাইভার

অলিউল্লা নোমান ॥ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ডিগ্রী (পাস) ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার স্বাক্ষরলিপি, বহিষ্কার তালিকা, রিপোর্টের তালিকা ও অন্যান্য কাগজপত্র যাচাই করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ পিয়ন ও ড্রাইভাররা। এই কাজের জন্য তারা ৫ লাখ ৯ হাজার ২শ' টাকা সম্মানী নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে। এর মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়া ও উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অমল কান্তি দাস নিয়েছেন ৫০ হাজার টাকা। একই কাজের জন্য ২৪ জন পিয়ন ও ৭ জন ড্রাইভার নিয়েছেন ৮৬ হাজার ৪শ' টাকা। সূত্র জানায়, এর মধ্যে ভিসি দুর্গাদাস ও প্রো-ভিসি'র ড্রাইভারও রয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গত ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষা ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার খাতা যাচাই করতে প্রতি খাতার জন্য ২ টাকা সম্মানী ধার্য করা হয়।

গত ১১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিল

১৪-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ডিগ্রী পরীক্ষার খাতা যাচাই করেছেন পিয়ন-ড্রাইভার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মোট ৫ দিনে ২ লাখ ৫৪ হাজার ৬শ' পরীক্ষার্থীর খাতা যাচাই করা হয়। এর মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বিনয় রতন বড়ুয়া ১৫ হাজার খাতা, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অমল কান্তি দাস ১০ হাজার খাতা, সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও সমপর্যায়ের ৩ জন কর্মকর্তা ২১ হাজার খাতা, ২৪ জন পিয়ন ৩৫ হাজার ২শ' খাতা এবং ৭জন ড্রাইভার ১৩ হাজার খাতা যাচাই করেন। বাকি খাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী যাচাই করেন। প্রতি খাতার জন্য সম্মানী দেয়া হয় ২ টাকা করে। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ লাখ ৯ হাজার ২শ' টাকা লুটপাট করা হয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হয় কম্পিউটারের মাধ্যমে। কম্পিউটারের মাধ্যমে যেখানে ফলাফল তৈরি করা হয়েছে সেখানে খাতা যাচাই এর দরকার হয়না। শিক্ষা বোর্ডগুলোতে কম্পিউটারে ফলাফল তৈরি করায় খাতা যাচাই করা হয়না।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকগণ হলেন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা এবং খাতা যাচাই-এর বিষয়টি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দাপ্তরিক কাজের অংশ। তারা খাতা যাচাইয়ের নামে কোন সম্মানী বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি অনুযায়ী নিতে পারেন না। এছাড়া একজন সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অফিস করে একটানা ৫ দিনে কিভাবে ১৫ হাজার খাতা যাচাই করেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ১৫ হাজার খাতা একটানা ৫ দিনে যাচাই করে ৩০ হাজার টাকা নিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ভিসি দুর্গাদাস নিজেও এই কাজের সাথে জড়িত। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, পিয়ন, ড্রাইভার একই কাজ করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমান অংকের সম্মানী নেন কি করে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী খাতা যাচাই এর দরকার হলে কর্মকর্তা ও শিক্ষকরা তা করতে পারেন।

কোন পিয়ন বা ড্রাইভার এই কাজ করতে পারেন না। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একাধিক পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত দুর্গাদাস জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হওয়ার পর নিজস্ব বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে পিয়ন ও ড্রাইভারদের দ্বারা কর্মকর্তা কর্মচারীর কাজ করিয়েছেন।

বিলের বিবরণ